ঝিনাইদহে বাল্যবিবাহ ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

ঝিনাইদহে বাল্যবিবাহ ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার আড়মুখী কিশোরী ক্লাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে সৃজনী ফাউন্ডেশন ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন।

নলডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কবির হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৃজনী ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা এ্যাড. মোজাম্মেল হক, সৃজনী ফাউন্ডেশনের কৈশোর কর্মসূচির সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শান্তানুর রহমান, রেডিও ঝিনুকের স্টেশন ম্যানেজার পারভীন নাহার, প্রোগ্রাম অফিসার ইউনুচ আলী, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলাউদ্দিন মুসল্লি।

এ সময় বক্তারা সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ ও আত্মহত্যা দুর করতে কিশোর-কিশোরীদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কর্মশালায় আড়মুখী কিশোরী ক্লাবের শতাধিক কিশোরী অংশগ্রহণ করে।

কোটচাঁদপুরে শেষ মুহূর্তের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা

আসন্ন ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভা নির্বাচনে শেষ মুহূর্তের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত মেয়র প্রার্থীরা। পিছিয়ে নেয় সাধারণ ও

ফেসবুককে ব্যবহার করছেন। এরই মধ্যে বিচ্ছিন্ন দু’একটি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। সরকার দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে দোকান ভাঙচুর ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক কর্মীকে হাতুড়ি পেটার অভিযোগে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। সাধারণ ভোটারদের মাঝে উদ্বেগ আর উৎকন্ঠা কেমন হবে আগামী ৩০ জানুয়ারীর নির্বাচন।

এদিকে নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও জেলা রির্টানিং অফিসার। যার সার্বিক সহযোগিতা করছেন উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা নির্বাচন অফিস এবং কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ি বিলুপ্তির পথে

‘আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে, ধুতুর, ধুতুর, ধুতুর ধুর সানাই বাজিয়ে, যাব তোমায় শ্বশুর বাড়ি নিয়ে’ এক সময়ের গ্রামীণ জনপদে চলাচলের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত ‘গরুর গাড়ি’ নিয়ে রচিত গানে প্রমাণ মিলে এর জনপ্রিয়তার।

সভ্যতার প্রায় উন্মেষকাল থেকেই বাংলাদেশের সবর্ত্রই যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যান ছিল ‘গরুর গাড়ি’। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার বিবর্তনের যন্ত্রচালিত লাঙল বা পাওয়ার টিলার এবং নানা যন্ত্রযানের উদ্ভবের ফলে বিলুপ্ত ‘গরুর গাড়ি’। তবে এখনও গরুর গাড়ির ঐতিহ্য টিকে রয়েছে নানারকম লোকসংস্কৃতি ও তাকে ভিত্তি করে নানা মেলা-অনুষ্ঠানের আয়োজন চলে।

দুই চাকাবিশিষ্ট গরু বা বলদে টানা এক প্রকার বিশেষ যান গরুর গাড়ি। এ যানে সাধারণত একটি মাত্র অক্ষের সঙ্গে চাকা দুটি যুক্ত থাকে। গাড়ির সামনের দিকে একটি জোয়ালের সঙ্গে দুটি গরু বা বলদ জুটি মিলে গাড়ি টেনে নিয়ে চলে।

জানা যায়, গরুর গাড়ির ইতিহাস সুপ্রাচীন। খ্রিস্টজন্মের প্রায় ১৬০০ বছর আগেই সিন্ধু অববাহিকা ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম

অঞ্চলে গরুর গাড়ির প্রচলন ছিল, যা সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেও ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম বাংলায় এ ঐতিহ্য, আজ তা বিলুপ্তির পথে।

কালের পরিক্রমায় আধুনিকতার স্পর্শে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জেও ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ি এখন শুধুই অতীতের স্মৃতি। গ্রামগঞ্জের আঁকাবাঁকা মেঠো পথে ধীরে ধীরে বয়ে চলা গরুর গাড়ি এখন আর চোখে পড়ে না।

রঘুনাথপুর গ্রামের সেকেন্দার আালী বলেন, মাত্র দুই যুগ আগেও পণ্য পরিবহন ছাড়াও বিয়ের অনুষ্ঠানে বর-কনে বহনের বিকল্প কোনও বাহন কল্পনাই করা যেত না। সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের ধারক-বাহক অনেক বাহনেরই আমূল পরিবর্তন-আধুনিকায়ন হয়েছে। আজ শহরের ছেলেমেয়ে দূরে থাক, গ্রামের ছেলেমেয়েরাও গরুর গাড়ির সঙ্গে খুব একটা পরিচিত না।

সাংবাদিক শিপলু জামান বলেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রকৃতিবান্ধব গরুর গাড়ি বহুবিধ কারণে বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগেও কালেভদ্রে দু-একটি গরুর গাড়ির দেখা মিললেও বর্তমানে তা ডুমুরের ফুল। ঐতিহ্যের স্বার্থেই এ বিষয়ে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি

‘ ‘পুলিশকে সহায়তা করুন, পুলিশের সেবা গ্রহণ করুন” এই সেø◌াগানকে সামনে রেখে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ঝিনাইদহে ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে জেলা ট্রাফিক পুলিশের আয়োজনে ঝিনাইদহ জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে জেলা ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর মোঃ সালাহ উদ্দিন, গোলাম মোর্শেদ, হাসানুজ্জামান, জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সাবেক

সভাপতি রোকনুজ্জামান রানু, জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ওয়ালিউর রহমান খান, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান খোকন বক্তব্য রাখেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তা ও বাস- মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের চালক ও সহকারীরা।

শৈলকুপায় চাকুরী দেওয়ার নামে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এক প্রতারক চক্র।

এই চক্রটি ঝিনাইদহের শৈলকুপা, মাগুরার শ্রীপুর, কুষ্টিয়ার খোকসা ও রাজবাড়ির পাংশা উপজেলার সাধারণ নিরীহ মানুষের সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে নগদ টাকা আবার কখনো চেক, ষ্ট্যাম্পে সই নিয়ে জিম্মি করে অভিনব কায়দায় হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা।

শৈলকুপা উপজেলার চর বাখরবা গ্রামের শরিফুল ইসলাম জানান, তার ছেলে বাধনের সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে গত ৮ মাস আগে শৈলকুপা উপজেলার গোয়ালবাড়িয়া গ্রামের সুরুজ আলির ছেলে গিয়াস উদ্দিন (তারা) স্ট্যাম্প ও চেক নিয়ে তার সহযোগী শৈলকুপা উপজেলার চর ডাউটিয়া গ্রামের সিরাজ জোয়ার্দারের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেনের কাছে দেয়।

এছাড়াও এই চক্রের সাথে জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রাশিদা বেগম, একই গ্রামের মজিবর মুন্সির ছেলে আসানে ও তার স্ত্রী মোছাঃ কনা খাতুন এবং শ্রীপুর উপজেলার খড়িবাড়িয়া গ্রামের মৃত বারিক শেখের ছেলে আক্তার শেখ জড়িত।

এর পর চাকুরী দিতে না পারলে আমি চেক ও স্ট্যাম্প ফেরৎ চায়। এখন এই প্রতারক চক্রটি আমার চেক ও স্ট্যাম্প ফেরৎ না দিয়ে উল্টো

আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

. এই চক্রের সদস্য গিয়াস উদ্দিন (তারা) বলেন, আমি চেক ও স্ট্যাম্প শরিফুল ইসলামের কাছ থেকে নিয়ে জাহাঙ্গীরের কাছে দিই। এখন জাহাঙ্গীর ও তার স্ত্রী কেন যে চেক ও স্ট্যাম্প ফেরত দিচ্ছে না তা আমি বলতে পারছি না।

তিনি আরো বলেন, চাকুরী যেহেতু দিতে পারিনি তাই অনেক আগেই চেক ও স্ট্যাম্প ফেরৎ দেওয়ার কথা ছিল।

এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আমার গ্রামের আসানে ও গোয়ালবাড়ি গ্রামের গিয়াসউদ্দিন তারা ও আমার স্ত্রী রাশিদা বেগমের সাথে শলাপরামর্শ করে এই কাজ করেছে। আমি এর সাথে জড়িত না। পুরো এই নাটকের সাথে জড়িত গিয়াস উদ্দিন ও আমার স্ত্রীসহ ৪/৫ জন, আমার কাছে কোন স্ট্যাম্প ও চেক নেই। আপনারা চাপ দিলে চেক স্ট্যাম্প দিয়ে দিবে।

শুধু শরিফুল ইসলামই না এমন অনেক পরিবারের সাথে প্রতারণা করে আসছে এই প্রতারক চক্রটি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি বলেছেন, গোয়ালবাড়িয়ার গিয়াস উদ্দিন ও চর ডাউটিয়ার জাহাংগীর হোসেন ও তার স্ত্রী সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে এক ভয়াবহ সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে, এলাকায়। আর এই সিন্ডিকেটের পাল্লায় পড়ে অনেক পরিবারই নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।

তাই এলাকাবাসি প্রশাসনের কাছে দাবী অতি স্বত্তর এই প্রতারক চক্রটিকে ধরে আইনের আওতায় আনা হোক। সুষ্ঠু তদন্ত হলে থলের বিড়াল বেড়িয়ে আসবে।

সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কিত

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ন্যূনতম এক প্লাটুন (স্ট্রাইকিং) ফোর্স বিজিবি টহলে থাকবে।

প্রতি টিমে একজন ম্যাজিট্রেট, এছাড়াও ৯ টি কেন্দ্রে ৯ জন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সার্বক্ষানীক দায়িত্বে থাকবেন, সাথে পুলিশ সদস্য, আনসার, ভিডিপি সদস্য প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমান নিয়োজিত থাকবে।

৩০ জানুয়ারী নির্বাচন চলাকালীন নিরাপত্তার চাঁদরে ঢাকা থাকবে পৌরসভার সকল কেন্দ্র ও তার আশপাশের এলাকা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসার রোকনুজ্জামান।

উল্লেখ্য, আগামী ৩০জানুয়ারী তৃতীয় ধাপের পৌরনির্বাচনে হরিণাকুন্ডু পৌরসভায় মেয়র পদে ৪জন, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ২৬জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

ঝিনাইদহে শত্রুতা করে ঝাড়ের বাঁশ কেটে তছরুপ

পূর্বশত্রুতার জের ধরে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঝিনাইদহে এবার বাঁশের ঝাড় থেকে প্রায় ২’শ বাঁশ কেটে তছরুপ করেছে প্রতিপক্ষরা। ঘটনাটি ঘটেছে সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বয়ড়াতলা গ্রামে।

ভুক্তভোগি সোহরাব হোসেন অভিযোগ করেন, একই গ্রামের প্রতিবেশী মোদাচ্ছের শাহ এর সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার পক্ষের নজরুল ইসলাম, বাদশা বিশ্বাস, আকমল সর্দার, শহীদুল মোল্লা, সবুজ শাহ্, আলীরাজ, সাজনসহ অজ্ঞাতনামা ৮/১০ জন লোক জোট বেধে দেশীয় অস্ত্রসহ আমার বাড়িতে অনাধিকার প্রবেশ করে।

এ সময় মোদাচ্ছের শাহ্ এর হুকুমে উল্লেখিত ব্যক্তিরা আমাদেরকে অকাথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। সে সময় তাদেরকে নিষেধ করলে তারা লাঠিসোটা দিয়ে আমাকে ও আমার স্ত্রী সালেহা বেগম, ভাই বউ আসমা খাতুন, ভাই আবুল কাশেম, ফারুক হোসেন, জিল্লুর রহমানসহ আমার

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পিটিয়ে জখম করে।

এ সময় তারা আমার স্ত্রী ও ভাইয়ের বউয়ের গলাই থাকা দুটি সোনার চেইন ছিনিয়ে নেয় এবং ঘরে ঢুকে তারা বাক্সভেঙ্গে নগদ টাকা লুট করে। পরে তারা বাঁশঝাড়ে গিয়ে প্রায় ২’শ টি বাঁশ কেঁটে নেয়। এ সময় আমাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে তারা হুমকি দিয়ে চলে যায়।

এ ঘটনায় সোহরাব হোসেন বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ না পেলেও ঘটনাটি আমি শুনেছি। তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি।

দু’পক্ষের ৫ জনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে। এটি জমি সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহ পিবিআই’র তদন্তে তিন কোটি টাকার প্রতারক চক্রের মূল হোতা গ্রেফতার

প্রতারণা মামলার তিন কোটি টাকার প্রতারক চক্রের মূল হোতাকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ পিবিআই। পিবিআই’র ইন্সপেক্টর সরদার বাবার আলী, ইন্সপেক্টর আমির আব্বাস, এস আলম ও এস আই তোইহিদ র্ফোসসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার মামলা নং ০৭ তারিখ ০৬/০১/২০২১ ধারা ৪০৬/৪২০/৪০৩/১০৯ পেনালকোড আসামি আকতারুজ্জামান ওরফে ছালাম (৬০) (বিভিন্ন শিল্পীপতিসহ সমাজের নীরহ লোকদের সাথে দীর্ঘদিন যাবত প্রতারণা করে আসছিল)।

কোটচাঁদপুরে ফেসবুকের বদৌলতে রোধ হল বিদ্যুৎ অপচয়

ফেসবুকের বদৌলতে রোধ করা সম্ভব হল বিদ্যুৎ অপচয়। ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে পানি, রাস্তা- ঘাট, ড্রেন ও রোড লাইটের দীর্ঘ দিনের সমস্যা। গেল ৫ বছর যাবৎ এ ওয়ার্ডের রোড লাইট জ্বলেনি কোন দিনই এমন অভিযোগ ওয়ার্ডবাসীর।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারা বলেন, তফসিল ঘোষণার পর থেকে এ ওয়ার্ডের রোড লাইট জ্বলতে থাকে। তা আবার বিরামহীন ভাবে দিন-রাত। গেল রবিবার ওই এলাকায় নিউজ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঘুরতে যায় দুই জন গণমাধ্যম কর্মী। তাদের নজরে আসে দিনের বেলা রোড লাইট জ্বলার দৃশ্য। ওই দৃশ্যের ছবি তোলেন তারা। আপলোড দেন ফেসবুকে। বিষয়টি ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে যথা নিয়মে জ্বলা বন্ধ হয় রোড লাইট।

এ বিষয়ে ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রভাষক আলতাপ হোসেন প্রকৌশলীকে জানালে তিনি এর কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বরং বিরক্তি প্রকাশ করেন, এমনটাই জানালেন তিনি। এ দিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে কোটচাঁদপুর পৌরসভার বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ২ কোটি ৮১ লাখ টাকা। এরপরও দিন-রাত একটি ওয়ার্ডে কিভাবে রোড লাইট জ্বলে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ।

কথা হয় প্রকৌশলী মনোয়ার জাহিদের সঙ্গে, তিনি বলেন এটা আমি জানতাম না। গতকালকে একজন ফোন করে আমাকে বলেছিল। আর আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম। এরপর তিনি লোক পাঠান সরেজমিনে ওই ওয়ার্ড পরিদর্শনে। এর আগেই তা বন্ধ হয়ে যায় ফেসবুকের বদৌলতে। এদিকে বিদ্যুৎ অপচয়ের বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

কোটচাঁদপুর পৌরসভায় ১নম্বর ওয়ার্ডে লড়াই হবে দ্বিমুখী

৩০ জানুয়ারীর নির্বাচনে কোটচাঁদপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন ৩ জন প্রার্থী। তবে মূল লড়াই হবে ২ জন প্রার্থীর মাঝে এমনটাই জানালেন সাধারণ ভোটাররা। এদিকে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জয়ের আশাবাদ প্রকাশ করলেন ৩ প্রার্থীই।

এ নির্বাচনে আরো কয়েকটি ওয়ার্ডের ন্যায় জমে উঠেছে ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভোট যুদ্ধ। দুদসরা-ভবানিপুর নিয়ে এ ওয়ার্ড। এ ওয়ার্ডের রয়েছে ১০ টি পাড়া। পাড়াগুলো ঘোষপাড়া, কারিগর পাড়া, জোল পাড়া, দেশ পাড়া, ঘাট পাড়া, হঠাৎ পাড়া, গাজী পাড়া, মসজিদ পাড়া, দাস পাড়া, হালদার পাড়া। নির্বাচনে ভোট যুদ্ধে মাঠে লড়ছেন ৩ জন প্রার্থী।

যার মধ্যে রয়েছেন বর্তমান প্যানেল মেয়র ও বহুবার নির্বাচিত আনোয়ারুল ইসলাম (সেন্টু), গেল নির্বাচনের মাহবুব খান হানিফ ও নতুন মুখ দেবদাস ভট্রাচার্য। এ ওয়ার্ডে মোট ভোটার সংখ্যা ২৭৪৩ জন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩৭১ জন, মহিলা ভোটার সংখ্যা ১৩৭২ জন।

ভোট নিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম (সেন্টু) বলেন, ভোট অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হলে ৫ম বারের মত পৌরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হব। বহুবার নির্বাচিত হবার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, জনগণ আমাকে ভালোবাসেন। তাই আমি বার বার নির্বাচিত হই।

সুষ্ঠু ভোট হলে জয়ী হবার কথা জানালেন এবার নির্বাচনের নতুন মুখ দেব দাস ভট্রাচার্য।

মাহবুব খান বলেন, বর্তমান কাউন্সিলর ৪ বার নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি এ ওয়ার্ডের কোন উন্নতি করেননি। অনুন্নত হয়ে পড়ে আছে রাস্তা-ঘাট, পানির লাইন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। এ কারণে এ নির্বাচনে ওয়ার্ডবাসী আমাকে ভোট দিয়ে জয়ী করবেন। তারা এবার পরিবর্তন দেখতে চাই। কথা হয় দেশ পাড়ার বিল্লাল হোসেনের সঙ্গে, তিনি বলেন ভালো

ভোট হলে সেন্টু ভাইয়ের প্রতিদ্বন্দী থাকবে না। এমনকি অন্য প্রার্থীদের জামানত বাঁচবে না। রশিদুল ইসলাম বলেন প্রতিযোগিতা হবে মাহবুব খান হানিফ ও সেন্টু ভাই এই দুই জনের মধ্যে।

মসজিদ পাড়ার মোস্তফা ও রবিউল ইসলাম জানান, এবার নির্বাচনে এলাকাবাসী পরিবর্তন চাচ্ছে। তিনি চারবার পাশ করেছেন। তবে তেমন কোন উন্নয়ন নাই। ড্রেন নাই, পানির লাইন নাই। বিদ্যুতের খুঁটি আছে বিদ্যুৎ নাই। তারা আরো বলেন ভোট আসলে কিছু শাড়ি-কাপড় দিয়ে ভোট করে নেন। এরপর আর কোন খোজ থাকে না।